রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ২২, ২০১৩

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩/০৭ আশ্বিন, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ (০৭ আশ্বিন, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্দ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১৩ সনের ৩৪ নং আইন

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ৮.০০

২। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(খ) "ইউনিয়ন পরিষদ" অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর অধীন গঠিত কোন ইউনিয়ন পরিষদ;

(খ) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ঘ) "কাউন্সিলর" অর্থ সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার কোন কাউন্সিলর;";

(গ) দফা (চ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(চ) "জন্ম বা মৃত্যু সনদ" অর্থ নিবন্ধন বহিতে লিপিবদ্ধ তথ্যের ভিত্তিতে নিবন্ধক কর্তৃক প্রদত্ত জন্ম বা মৃত্যু সনদ;";

(ঘ) দফা (ট) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ট) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ট) "নিবন্ধন বহি" অর্থ হস্তলিখিত উপায়ে বা তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে সৃজিত এমন কোন বহি, যাহাতে কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়;";

(ঙ) দফা (ঠ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঠ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ঠ) "পৌরসভা" অর্থ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮নং আইন) এর অধীন গঠিত কোন পৌরসভা;";

(চ) দফা (ড) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ড) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(ড) "প্রশাসক" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০নং আইন) অথবা ক্ষেত্রমত, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮নং আইন) এর অধীন কোন প্রশাসক;";

(ছ) দফা (থ) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দ বিলুপ্ত হইবে;

(জ) দফা (দ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (দ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(দ) "সিটি কর্পোরেশন" অর্থ স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন; এবং";

(ঝ) দফা (দ) এর পর নিম্নরূপ দফা (ধ) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"(ধ) "রেজিস্ট্রার জেনারেল" অর্থ ধারা ৭ক এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার জেনারেল।"।

৩। **২০০৪ সনের ২৯ নং আইনের ধারা ৪ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৪। নিবন্ধক।—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ নিবন্ধক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃত্যুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্পোরেশনের মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসক কর্তৃক, নির্ধারিত সময় ও অধিক্ষেত্রের জন্য, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কাউন্সিলর;

(খ) পৌরসভা এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র বা, ক্ষেত্রমত, প্রশাসক বা তৎকর্তৃক, নির্ধারিত সময় ও অধিক্ষেত্রের জন্য, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কাউন্সিলর;

(গ) ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সরকার কর্তৃক, নির্ধারিত সময় ও অধিক্ষেত্রের জন্য, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সদস্য;

(ঘ) ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা স্থায়ীভাবে বসবাসকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা;

(ঙ) বিদেশে জন্মগ্রহণকারী, মৃতুবরণকারী অথবা সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্দিষ্ট সময় বা তারিখ পর্যন্ত বিদেশে বসবাসরত কোন বাংলাদেশীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা।

(২) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য একই এলাকায় একই সময়ে একাধিক ব্যক্তি নিবন্ধক হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।"।

৪। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(গ) নিবন্ধন সংক্রান্ত কার্যাবলী, নথিপত্র এবং নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ করা ;"।

৫। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনে নূতন ধারা ৭ক এর সন্নিবেশ।**—উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ৭ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"৭ক। **রেজিষ্ট্রার জেনারেল নিয়োগ, ইত্যাদি।**—(১) সরকার, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে একজন রেজিস্ট্রার জেনারেল এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের চাকুরির শর্তাবলী সরকার কর্তৃক স্থিরীকৃত হইবে।

(২) রেজিস্ট্রার জেনারেল এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।"।

৬। **২০০৪ সনের ২৯ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "৩০ (ত্রিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে "৪৫ (পঁয়তাল্লিশ)" সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৭। **২০০৪ সনের ২৯ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এ উল্লিখিত "কমিশনার" শব্দের পরিবর্তে "কাউন্সিলর" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **২০০৪ সনের ২৯ নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"১৫। **নিবন্ধন বহি এবং জন্ম বা মৃত্যু সনদ সংশোধন, ইত্যাদি।**—(১) নিবন্ধন বহিতে বা, ক্ষেত্রমত, জন্ম বা মৃত্যু সনদে কোন ভুল তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিলে, উহা সংশোধনের জন্য নির্ধারিত ফিসহ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের বরাবরে আবেদন করা যাইবে।

(২) জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদানের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্ত হইলে, নিবন্ধক উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে—

(ক) আবেদন যথাযথ মনে করিলে—

(অ) নিবন্ধন বহি বা, ক্ষেত্রমত, জন্ম বা মৃত্যু সনদ সংশোধন করিবেন;

(আ) নিবন্ধন বহির সংশোধিত স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন; এবং

(ই) সংশোধিত আকারে একটি নূতন জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদান করিয়া ইতিপূর্বে প্রদত্ত সনদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আবেদনকারীর নিকট হইতে ফেরত লইবেন;

(খ) আবেদন বিবেচনা করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ না থাকিলে, উক্ত আবেদন নামঞ্জুর করিয়া, উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৩) জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদানের ৯০ (নব্বই) দিন অতিক্রান্ত হইবার পর উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্ত হইলে, উক্ত আবেদন প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এ উল্লিখিত নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক;

(আ) দফা (গ) এ উল্লিখিত নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার; এবং

(ই) দফা (ঙ) এ উল্লিখিত নিবন্ধক রেজিস্ট্রার জেনারেল এর নিকট উহা বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার, জেলা প্রশাসক বা রেজিস্ট্রার জেনারেল উক্ত আবেদন পরীক্ষা করিয়া মঞ্জুর বা নামঞ্জুর আদেশ প্রদান করিয়া উক্ত আদেশ সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আবেদন নামঞ্জুর হইলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে উহা আবেদনকারীকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন আবেদন মঞ্জুর হইলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক উক্ত আদেশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে—

(অ) নিবন্ধন বহি বা, ক্ষেত্রমত, জন্ম বা মৃত্যু সনদ সংশোধন করিবেন;

(আ) নিবন্ধন বহি সংশোধিত স্থানে তারিখসহ স্বাক্ষর প্রদান করিবেন; এবং

(ই) সংশোধিত আকারে একটি নূতন জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদান করিয়া ইতিপূর্বে প্রদত্ত সনদ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে আবেদনকারীর নিকট হইতে ফেরত লইবেন।"

৯। **২০০৪ সনের ২৯ নং আইনে নূতন ধারা ১৫ক এর সন্নিবেশ**।— উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পর নিম্নরূপ নূতন ধারা ১৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"১৫ক। **জন্ম বা মৃত্যু সনদ বাতিল**।—ভুল তথ্য প্রদান বা মিথ্যা ঘোষণার কারণে কোন জন্ম বা মৃত্যু সনদ প্রদান করা হইলে, উহা বাতিলের জন্য নির্ধারিত ফিসহ কোন ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (২) হইতে (৬) এর বিধান অনুসরণক্রমে নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট জন্ম বা মৃত্যু সনদ বাতিল করিবেন এবং তদনুসারে নিবন্ধন বহির সংশ্লিষ্ট অংশ সংশোধনক্রমে স্বাক্ষর করিবেন।"।

১০। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনের ধারা ১৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ছ) এ উল্লিখিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং অতঃপর দফা এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ছছ) এবং (ছছছ) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(ছছ) জাতীয় পরিচয়পত্র;

(ছছছ) লাইফ ইন্স্যুরেন্স পলিসি; এবং";

(খ) উপ-ধারা (৩) এর পর নূতন উপ-ধারা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ—

"(৩ক) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির মৃত্যু প্রমাণের জন্য এই আইনের অধীন প্রদত্ত মৃত্যু সনদ ব্যবহার করিতে হইবে, যথাঃ—

(ক) সাকসেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্তি;

(খ) পারিবারিক পেনশন প্রাপ্তি;

(গ) মৃত ব্যক্তির লাইফ ইন্স্যুরেন্সের দাবী;

(ঘ) নাম জারী এবং জমাভাগ প্রাপ্তি; এবং

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোন বিষয়।";

(গ) উপ-ধারা (৫) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(৫) এই আইন কার্যকর হইবার অব্যবহিত পূর্বে অন্য কোন আইনের অধীন কোন জন্ম বা মৃত্যুর সনদ উপ-ধারা (৩) ও (৩ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যবহার করা যাইবে।"

১১। **২০০৪ সনের ২৯ নং আইনের ধারা ২০ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"২০। **আপীল।**—(১) নিবন্ধকের কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা সদস্যের আদেশের বিরুদ্ধে উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(খ) পৌরসভার মেয়র বা প্রশাসক অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কাউন্সিলরের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট;

(গ) ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঘ) সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা প্রশাসক কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা কাউন্সিলরের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট;

(ঙ) রাষ্ট্রদূত কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার জেনারেল।

(২) ধারা ১৫ এর উপ-ধারা (৪) এবং ধারা ১৫ক এর অধীন কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদেশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, যথা ঃ—

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের আদেশের বিরুদ্ধে জেলা প্রশাসক;

(খ) জেলা প্রশাসকের আদেশের বিরুদ্ধে রেজিস্ট্রার জেনারেল; এবং

(গ) রেজিস্ট্রার জেনারেল এর আদেশের বিরুদ্ধে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।"।

১২। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনের ধারা ২১ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ২১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"২১। **দণ্ড**।—(১) এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধির কোন বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন ব্যক্তি জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদান করেন বা এমন কোন লিখিত বর্ণনা বা ঘোষণা প্রদান করেন, যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা অনধিক ১ (এক) বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোন নিবন্ধক উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মিথ্যা তথ্য, লিখিত বর্ণনা বা ঘোষণা সম্পর্কে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন করেন তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধক অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা অনধিক এক বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে উক্ত অপরাধ তাঁহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।"।

১৩। **২০০৪ সনের ২৯নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর "নিবন্ধক" শব্দের পর "বা রেজিস্ট্রার জেনারেল" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd